কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সরেজমিন উইং
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫
(www.dae.gov.bd)

স্মারক নং- ১২.০১.০০০০.০০০.৯৯.০০৪.১৯/১৯২২ (৭৯) তারিখ: ২২/১২/২০২০ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ তীব্র শৈত্য প্রবাহে বোরো ধানের বীজতলা রক্ষার্থে কৃষক ভাইদের করণীয়।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সারা দেশে বিগত তিন দিন যাবৎ শীতের প্রকোপ দেখা দিয়েছে এবং আগামী তিন দিনে শৈত্য প্রাবহের পূর্বাভাস রয়েছে। শৈত্য প্রবাহের কারনে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বোরো বীজতলা সহ অন্যান্য ফসলকে রক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। চলমান “শৈত্য প্রবাহে বোরো বীজতলা রক্ষার্থে কৃষক ভাইদের করণীয়” বিষয়ক লিফলেটটি এতদসংগে প্রেরণ করা হলো। উক্ত লিফলেটের বার্তা সমূহ দ্রুততম সময়ে কৃষক পর্যায়ে পৌছানো ও অবহিত করনের নিদের্শনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: **" কৃষক ভাইদের করণীয়"- ১ (এক) পাতা।**

২২/১২/২০২০

(এ কে এম মনিরুল আলম)
পরিচালক
ফোনঃ ৪৮১১৭৩৪০

২২/১২/২০২০

প্রাপক

অতিরিক্ত পরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ....অঞ্চল (সকল)।

অনুলিপিঃ

১। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর... জেলা (সকল)।
২। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

তীব্র শৈত্য প্রবাহে বোরো ধানের বীজতলা রক্ষার্থে কৃষক ভাইদের করণীয় ঃ

তীব্র শৈত্য প্রবাহের কারণে বোরো ধানের চারা হলুদাভ হয়ে ক্রমশ মারা যায়। এছাড়াও শীতের প্রকোপে চারা পোড়া বা চারা ঝলসানো রোগের জন্য চারা মারা যেতে পারে। বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে শীতের স্থায়ীত্ব ও তীব্রতা দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় বেশী। ফলশ্রুতিতে শৈত্য প্রবাহ শুরু হলে কৃষকভাইদের বীজতলা রক্ষায় বাড়তি কিছু যত্ন নেয়া দরকার।

১. ঠান্ডা থেকে ধানের বীজতলা রক্ষা করার জন্য সকাল ১০টা থেকে সূর্য্য ডোবা পর্যন্ত স্বচ্ছ পলিথিন ছাউনি দিয়ে বীজতলা ঢেকে রাখতে হবে যাতে বীজতলার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।

২. তীব্র শীতের সময় গভীর নলকুপের পানি গরম থাকায় বীজতলায় সন্ধ্যার সময় চারার গোড়ায় ৩-৫ সেঃমিঃ পানি দিয়ে বীজতলায় চারা ডুবিয়ে রাখতে হবে এবং পরে সকালে সেই পানি বের করে নতুন পানি দিতে হবে,এতে চারা মরে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

৩. বীজতলায় শীতের সকালে দুইপাশে দড়ি ধরে বীজতলার চারার উপর দিয়ে হালকা ধরে টেনে পাতার শিশির সরিয়ে দিলে সুর্য্যের আলো পাতায় সরাসরি পড়ায় চারা কিছুটা সতেজ থাকে।

৪. রোপনের জন্য কমপক্ষে ৩৫-৪৫ দিনের চারা ব্যবহার করতে হবে। এ বয়সের চারা রোপনের করলে শীতে চারার মৃত্যুর হার কমে, চারা সতেজ থাকে ও ফলন বেশী হয়।

৫. বীজতলার চারা গাছ হলদে হয়ে গেলে প্রতি বর্গমিটারে ৭ গ্রাম করে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলেই চলে। ইউরিয়া প্রয়োগের পর চারা সবুজ না হলে প্রতি বর্গমিটারে ১০ গ্রাম করে জিপসাম সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

৬. চারা রোপনকালে শৈত্য প্রবাহ শুরু হলে কয়েকদিন দেরী করে তাপমাত্রা স্বাভাবিক হলে চারা রোপন করতে হবে।

৭. রোপনের পর শৈত্য প্রবাহ শুরু হলে জমি ৫-৭ সেঃমিঃ পানি ধরে রাখতে হবে।

৮. শীতের তীব্রতা ও চারার বয়স বিবেচনা সমন্বিত ব্যবস্থাপনা অনুশীলন করলে সুস্থ ও রোগমুক্ত চারা উৎপাদনের মাধ্যমে ভাল ফলন পাওয়া সম্ভব।

৯. চারা পোড়া বা চারা ঝলসানো রোগ দমনে রোগের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতিলিটার পানিতে ২ মিলিলিটার অ্যাজোঅক্সিষ্ট্রোবিন বা পাইরাক্লোষ্ট্রোবিন জাতীয় ছত্রাকনাশক মিশিয়ে বীজতলায় দুপুরের পর স্প্রে করতে হবে।

১০. বীজ বপনের ৩-৪ দিন পর থেকে নালায় সেচ দিতে হবে এবং বীজতলার মাটি নরম রাখতে হবে।

১১. ইউরিয়া প্রয়োগের পর চারা সবুজ না হলে বীজতলায় মাত্রানুযায়ী সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক (থিওভিট, কুমুলাস ইত্যাদি) প্রয়োগ করতে হবে।

১২. রোগ দমনের জন্য অধিক শীত ও কুয়াশায় বীজতলায় মাত্রানুযায়ী টিল্ট বা স্কোর ব্যবহার করতে হবে।

১৩.বীজতলায় প্রতিশতকে ৪০০ গ্রাম জিপসাম, ১৫০ গ্রাম এমওপি এবং ২০০গ্রাম টিএসপি সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। এতে চারার শীত সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়। আবর্জনা পোড়া ছাই এবং পঁচা গোবর সার একত্রে মিশিয়ে শিশির শুকানোর পর বীজতলায় উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর